R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭।
২৪শে নভেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

মহাশ্মশানে বিধর্মীদের জুলুমবাজি – পবিত্রতা রক্ষায় বিশেষ তৎপরতা প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে গত ১৯ নভেম্বর এক দুঃখজনক ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। এদের মধ্যে দু'জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের গদাইপুর গ্রাম থেকে এক মৃতের সৎকারে পুরুষদের সঙ্গে দু'জন মহিলা আসেন। সেখানে আশপাশ এলাকার কয়েকজন বিধর্মী যুবক মদ্যপ অবস্থায় এসে দু'জন মহিলাকে জোরপূর্বক ওখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মহিলাদের চিৎকারে আত্মীয়স্বজন ও এলাকার কয়েকজন ছুটে এসে ওদের চর থাপ্পর দিয়ে ওখান থেকে ভাগিয়ে দেয়। এর কিছু সময় পর বেশ কিছু সশস্ত্র লোক শ্মশান চত্বরে ধাওয়া করে হটপাটকেল ছুড়তে থাকে। ইটের আঘাতে কয়েকজন শবযাত্রী আহন হন। এদের মধ্যে বিমান মাঝি ও হিরু মাঝিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শ্মশান কমিটির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে ফোনে জানালে তাঁর নির্দেশে পুলিশ (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর শহরে সদর রাস্তায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরের সাহেববাজার এলাকায় রাজকুমার জৈনের কাপড় ও মোবাইলের দোকানে গত ১১ নভেম্বর গভীর রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা সদর রাস্তার পাশে গলির জানলার রড ভেঙে দোকানে ঢোকে। সেখান থেকে দীর্ঘ দিনের পুরোনো গোদরেজের আলমারি জানলা দিয়ে বার করে নেয়। এছাড়া মোবাইল কাউন্টার থেকে বেশ কিছু মোবাইল, ক্যাশকার্ড, টিভি, ছাড়া দামী কিছু কাপড় ম্যাটাডরে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. সরজমিন তদন্ত করে যান। দোকানের মালিক রাজকুমার জৈন জানান, "প্রত্যেক দিনের মতো সেদিনও মাঝ রাতে উঠে টর্চের আলোয় আশপাশ দেখি। আমার দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাটাডোরটিও লক্ষ্য করি। কি করে জানব আমার সর্বনাশ করার জন্যই ওটি অপেক্ষা করছে।" জঙ্গিপুর ফাঁড়ি লাগোয়া এলাকায় এতক্ষণ সময় নিয়ে চুরি বা পুলিশ এর কোন কিনারা এখন পর্যন্ত করতে না পারায় শহরের মানুষ আতঙ্কিত।

জঙ্গিপুরে সি.পি.এম অফিসে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তার ধারে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিত সিপিএম অফিসে গত ১৭ নভেম্বর রাতে চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা সদর দরজার কড়া তালা সমেত খুলে নেয় বলে জানা যায়। অফিসের বড় টিভিটি নিয়ে যায়। আলমারি ভাঙতে না পারায় ভেতরের জিনিসপত্র অক্ষত থাকে বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান। কেউ ধরা পড়েনি।

তৃণমূলের কর্মী সমাবেশে দল বদলের ঢেউ

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুব্রত সাহার উপস্থিতিতে গত ২১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের খামড়া ভাবকী হাইস্কুলে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সেখ মহঃ ফুরকানের তত্ত্বাবধানে এক কর্মী সভা হয়ে গেল। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের কংগ্রেস ও সিপিএম সমর্থকরা তৃণমূলে যোগ দেন। (শেষ পাতায়)

আলিগড় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রণব-বুদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের আহিরণ চত্বরে গত ২০ নভেম্বর দুপুরে জঙ্গিপুরের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দু'হাত এক করে কোরাণ পাঠের মাধ্যমে বিতর্কিত আলিগড় ক্যাম্পাসের শিলান্যাস করলেন। ২৮৮ একর জমিতে এই ক্যাম্পাস গড়তে খরচ পড়বে ১৩০০ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে প্রণববাবু ও বুদ্ধবাবু পরস্পরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। রসুনপুর বাঙ্গাবাড়ীর নাম মুছে দিয়ে এলাকার নতুন নাম দেয়া হয় স্যার সৈয়দ নগর।

তরুণ কবি
মোঃ নুরুল ইসলামের
অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
" দুনিয়া "
প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭

অনেক ফাঁকি থাকে

সম্প্রতি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তা মেরামত করার কাজে নানা ফাঁকি বা জোড়াতালি দেওয়া হয়। কাজে ফাঁকি থাকার কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যবাসীর ধন্যবাদ অবশ্যই লাভ করিবেন। কিন্তু বর্তমানে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি অকপটে কবুল করা আধুনিক ভাবধারার বিরোধী। কি রাজ্যস্তরে কি কেন্দ্রস্তরে – সর্বত্রই একই ব্যাপার।

আজকাল জাতীয় সড়ক অথবা পুরসভাধীন রাস্তা অথবা পি ডব্লু ডি-র অধীন রাস্তা এক হাল সকলের। সব রাস্তায় খানা-খন্দ। বাসে যাতায়াতে রীতিমত গাত্রবেদনা হইতে পারে। টলমল করিয়া যাত্রীবোঝাই বাস বা মালবোঝাই লরি রাস্তা দিয়া চলিবার সময় যে দৃশ্য উপস্থাপিত করে, তাহাতে প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে। রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই, বহরমপুর, কিম্বা মোরগ্রাম হইয়া নলহাটি-রামপুরহাট যাইতে রাস্তার বেহাল অবস্থায় যাত্রীদিগকে যে নাকাল ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। অথচ এই সব রাস্তায় গাড়ী চলাচল সর্বাধিক। কিন্তু রাস্তার সংস্কার বা মেরামতি যাহা করা হয়, তাহা দায়-সারা কাজের মত।

রাস্তায় পটি বা তালি মারার কাজ করা হয়। কীভাবে ? সংস্কার্য অংশে পাথরকুচি বিছাইয়া দিয়া, গলন্ত পিচ শান্তিজল-ছিটান মাত্রায় দিয়া রোলার চালান হয় এবং বালি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাস্তা মেরামত হইল। কিন্তু বাস-লরি দিনকয়েক চলাচল করিলেই উক্ত পটি বা চাপড়া উঠিয়া যায় এবং রাস্তার বেহাল অবস্থা পুনঃ প্রকাশিত হয়। সংস্কার্য অংশ কিছুটা খুঁড়িয়া যদি সম্পূর্ণ পিচ মাখান পাথরকুচি ঢালা হয়, তবে অত্যল্পকালের মধ্যে তাহা উঠিয়া যাইতে পারে না ; মাটি কামড়াইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু তাহা করা হয় না কেন ? প্রশ্ন এইখানেই। একটি কারণ রাজ্য পূর্তমন্ত্রীর কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত রাস্তা মেরামতের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, ঠিকাদারেরা কাজটা হাতে পাইবার জন্য প্রদত্ত সর্তমাফিক কাজ করিতে রাজী হন এবং দরপত্র যথাসম্ভব কম দেখান। সর্তসাপেক্ষের কাজের প্রকৃতি ও তদনুয়ায়ী খরচের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে। এই জন্য মালমশলার পরিমাণ যত পারা যায়, কম থাকে ; সংস্কার কার্যের পদ্ধতিরও হেরফের থাকে। ঠিকাদারদিগকে ত লাভ করিতে হইবে ! তাঁহারা করিবেন কী ? সুতরাং কাজে ফাঁকি স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া যায়। প্রকৃত সর্ত্তানুযায়ী কাজ হইল কিনা, ইহার জন্য যে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়, আজকাল তাহা পাওয়া কঠিন নহে। সুতরাং ফাঁকি থাকিয়া যায়।

শুধু কি রাস্তা ? সব ব্যাপারেই একই হালচাল। ঠিকাদারদের তৈয়ারী সরকারী আবাসন অথবা হাসপাতাল বিল্ডিং ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়।

যাঁহাদের যাতায়াত হেলিকপটারে, তাঁহারা হেলিপ্যাডে নামেন, সুতরাং তাঁহারা বেহাল রাস্তার পাল্লায় পড়িবেন না। সাধারণ মন্ত্রীরা অবশ্যই রাস্তা বিষয়ে ভুক্তভোগী।

আধুনিক বাংলা গানের চড়াই-উৎরাই

— সাধন দাস

বাংলা আধুনিক গানের একটা সোনালী অধ্যায়কে যে চিরকালের জন্য আমরা পেছনে ফেলে এসেছি – একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত শতাব্দী শেষ হবার দু'দশক আগেই সেই স্বর্ণচাপা গানের দিন মরীচিকার মতো বিলীন হয়ে গেছে। এখন কদাচিৎ সেই সব দিনের গান অতিক্রান্ত বসন্তের কোকিলের বিরল ডাকের মতো চকিতে শোনা যায়।

গানের প্রসঙ্গ উঠলেই আজকের প্রজন্মকে বলতে শুনেছি – 'সে যুগের গানের মধ্যে সমকালের কোনো ছায়া পড়ে নি কিম্বা 'তুমি আর আমি'র প্যানপ্যানানিতে ভরা বড্ড জোলো লিরিক কেমন করে যে এতদিন বেঁচে থাকলো – ভাবতে অবাক লাগে। একসময়ের স্বর্ণালী সেইসব গানে বুঁদ হয়ে থাকা (এখনও ভীষণ দূর্বল) এই পরিণত 'আমি' কথাটা নিয়ে ভাবতে বসলে দেখি, অভিযোগটা খুব একটা মিথ্যা নয়।

বাংলা কবিতা যেখানে স্বপ্নমগ্ন রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশের হাত ধরে তিরিশের দশকেই সাবালক হয়ে উঠেছে, বাংলা গান সেখানে আরও অর্ধশতাব্দীর বেশি ধরে কেমন করে অতি-রোমান্টিকতার অনুবর্তন করে চললো, তা তো কোনোদিন ভেবে দেখিনি। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন, রাষ্ট্রপতি শাসন, খাদ্য আন্দোলন, পুলিশী অত্যাচার, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, উদ্বাস্তু সমস্যা – কোনো অস্থিরতাই কি বাংলা আধুনিক গানকে স্পর্শ করে নি ?

তাছাড়া 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার'– জাতীয় গানের তালিকা খুব একটা খাটো হবে না, যেগুলির লিরিক সত্যিই বড় অগভীর ও হালকা। তবুও তো একথা ঠিক, পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় সঙ্গীতপ্রেমী আপামর বাঙালি একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিলো। বাহ্যিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাংলা গানেই কি বাঙালি আশ্রয় খুঁজেছিল, নাকি রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তাপ গড় বাঙালির গায়ে কোনো আঁচ ফেলতেই পারে নি ? মোট কথা, এত দীর্ঘ সময় কোন্ যাদুবলে মুগ্ধ ছিল বাঙালি ? লিরিকের দৈন্য কি ছাপিয়ে উঠেছিল সুরের সম্পদ ? এই কৃতিত্বের সবটুকুই কি প্রাপ্য ক্ষণজন্মা সুরকার হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, অমল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীনদেব বর্মনদের ? এই সময়েই এক স্বতন্ত্র ঘরানা সৃষ্টি করে আপন জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন সলিল চৌধুরীও।

সেকালের বাংলা গানের সুর কি সেকালের জীবন নিঃসৃত ছিল না ? যে-সুর বাজলেই শরৎ-হেমন্তের চাঁপারং দুপুরের রোদে একটা মন কেমন করা ভাল-লাগা ঢেউ জাগত ! তেল-কুচকুচে কালো রঙের গোল গোল গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো যখন স্বপ্নের সওয়ারি হয়ে রেকর্ডের দোকান থেকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত, তখন কি সমকালের কথা বাঙালির মনে থাকত না ? পুজা-প্যাণ্ডেল থেকে রেডিওর অনুরোধের আসর আচ্ছন্ন করে রাখত প্রতিমা, নির্মলা, আরতি, তরুণ, হেমন্ত, শ্যামল, মান্না, মানবেন্দ্র, লতা, আশা, সন্ধ্যা, আরো কত নাম। আরও অনেক নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে আবছা হয়ে গেছে। যেমন গায়ত্রী বসু, অমল মুখোপাধ্যায়, বাচ্চু রহমান, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, বিশ্বজিৎ, বাসবী নন্দী, আরতি বসু, বাণী ঘোষাল, সনৎ সিংহ, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায় (২য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মাটি মাফিয়াদের দাপট প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশ পাওয়া "রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মাটি মাফিয়ারা "আইনকে আর তোয়াক্কা করে না"। খবর পড়ে অবাক লাগছে। কিসের আইন, কিসের বিচার, কিসের ধারা। পুলিশ-প্রশাসন সব পচে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্থ নিরীহ জীবনা। নিশ্চিন্তে; রাত্রি ঘুম, চলাচলে একটু স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিকূল পরিবেশে অন্যের সহানুভূতি, পাশে দাঁড়ানো – এসব কিছুই কি রাজনীতির দাপটে হারিয়ে গেল! [মিলন সেন, রঘুনাথগঞ্জ]

পারলে ভালো

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

মন দিয়ে শুনো বলি শাস্ত্রের বচন,
মানতে পারলে হবে এতে স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ।
প্রতি মাসে কৃষ্ণ-শুক্ল দুটি পক্ষ আছে,
রয়েছে পঞ্চদশ তিথি ঠিক তার মাঝে।
মনে রেখো কুমড়োর সবজি খাবে না প্রতিপদে,
দ্বিতীয়াতে বেগুন না খাবে কোন মতে।
পটলকে বাদ রেখো তিথি তৃতীয়াতে,
চতুর্থীতে মূলোকে না নেবে খাবার পাতে।
বেল খাবে সব দিন শুধু পঞ্চমী বাদে,
ষষ্ঠি হ'লে খাবেনা নিম তোমায় যতই যে সাধে।
তাল খেয়ে কোরনা বেতাল সপ্তমী তিথি হ'লে,
অষ্টমী তিথিতে খাবেনা কখনও নারিকেল ভুলে।
লাউ যদি থেকে চাও নবমী বাদে খেও,
একইভাবে কলমী শাককে দশমীতে বাদ দিয়ো।
একাদশীতে সীম খেতে করছি বারণ,
দ্বাদশীতে খেয়োনা পুঁই ঠিক একই কারণ।
আবার বলি ত্রয়োদশীতে পাতে বেগুন রেখো বাদ,
চতুর্দশীতে কলাই ডালের নিয়োনা কখনও স্বাদ।
মাছ-মাংসের বেলায় বলি মনে রেখো ভাই,
অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে এদের বাদ রাখা চায়।
সবার শেষে মা-বোনেদের বলতে আমি চাই,
এঁদের হাতে পরিবারের স্বাস্থ্য জানেন সবাই।
তাঁরা যদি মনে করেন এগুলোর প্রয়োজন আছে,
তবেই বুঝবো লেখাটা আমার সার্থক হয়েছে।

আধুনিক বাংলা (২য় পাতার পর)

এমনি আরো কত ! নব্বই এর দশক থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডের রাজত্ব শেষ হলে অডিও ক্যাসেট যখন বাজারে এলো, তখন থেকেই কণ্ঠকে যন্ত্রস্থ করার প্রক্রিয়াটি আরো সহজসাধ্য হলো। ব্যবসাটাও আর এইচ.এম.ভি-র মনোপলি থাকলো না। সেই সঙ্গে কণ্ঠ বা সঙ্গীত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর শুদ্ধতারক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হল না। কমপ্যাকট ডিস্কের এম.পি.থ্রি-তে শতাধিক গানের সম্ভার নিয়ে সহস্রাধিক শিল্পী হাজির হল। সেই বহু বিচিত্রের মধ্য থেকে উঠে জায়গা দখল করলো জীবনমুখী, রিমেক, রিমিক্স, ব্যাণ্ড, আরও নানান গায়নশৈলী। প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে যদি দিনে পঞ্চাশখানা গান যন্ত্রবন্দী করা হয়, তাহলে তার গুণগত মান তো কমবেই। এই জগাখিচুড়িতে এই প্রজন্মের কান "পেকে" গেছে বলে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত জগঝম্পের দৌরাত্ম্য আমাদের তরুণ প্রজন্মের রুচিকে একটা স্থায়ী 'শেপ' দিয়ে ফেলেছে বলে, ষাট-সত্তর দশকের বাংলা গানকে তারা অনুভবগম্যতার আওতায় আনতেই পারে না। হালের শিল্পীর গলায় রিমেক গানের প্রতি আকর্ষণ দেখেই বোঝা যায় যে অতীতের গানগুলির মধ্যেই প্রকৃতিগতভাবে লুকিয়ে আছে বাঙালি মানসের প্রাণভোমরা।

সত্যমেব জয়তে

Govt. of West Bengal
Office of the Child Development Project Officer
Suti-I ICDS Project
P.O.-Ahiron, Dist.-Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

সুতি ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে এক বৎসরের জন্য ক্যারিং কন্টাকটর, স্টোরিং এজেন্ট নিয়োগ করা হইবে। আগামী ৮/১২/২০১০ হইতে ১০/১২/২০১০ পর্যন্ত ফর্ম দেওয়া হইবে (বেলা ১২ টা থেকে ২ টা)।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Child Development Project Officer
Suti-I ICDS Project
P.O.-Ahiron, Dist.-Murshidabad

Memo No.174/ICD/Suti-I **Date-19/11/10**

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য সুখবর। Ramel Industries Ltd. অতি সত্বর সারা মুর্শিদাবাদে ৬টি Ramel Shoping Complex (Ramel Mart) এর উদ্বোধন করতে চলেছে।

* মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান শহরে কোন সম্পত্তি বিক্রয় থাকলে Ramel Mart এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ স্থান- Raghunathganj Branch

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কে গ্রাহক পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্ক শাখায় কর্মী অভাবের কারণ দেখিয়ে গ্রাহক পরিষেবা নিয়মিত বাধা পাচ্ছে। বেলা দুটোয় লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকে ব্যর্থ হচ্ছেন। চারটে বাজতেই কর্মীরা কাউন্টার ছেড়ে উঠে পড়ছেন। ম্যানেজারের নিরুপায় অবস্থা। প্রায় সেখানে ড্রাফ্ট হচ্ছে না। খুরচো পয়সা দিতেও টালবাহানা চলছে। ১০ বা ২০ টাকার বাণ্ডিল জমা দিতে ব্যবসায়ীরা সকালে লাইন দিলেও তা নিতে কর্মীরা গড়িমসি করেন। প্রয়োজনীয় ফরমের জন্য কাউন্টারে খোঁজ নিতে গিয়ে অনেক গ্রাহক অপমানিত হচ্ছেন। পিওন থেকে অফিসার অনেকের ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

শিশু দিবসে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার মাঠে গত ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ এলাকার ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খেলায় অংশ নেয়। কৃতিদের পুরস্কৃত করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আসরাফ আলি।

প্রাক্তন প্রধানের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধান মোসারফ্ হোসেন (পল্টু) গত ২১ নভেম্বর হৃদরোগে মারা যান। বয়স হয়েছিল ৪৩। অসুস্থ পল্টুকে ঐ দিন জঙ্গীপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যান। ঐ অঞ্চলের একজন কৃতি ফুটবলারও ছিলেন তিনি। জনপ্রিয়তার বাতাবরণে পরপর দু'বার অঞ্চল প্রধানও হন।

মহাশ্মশানে বিধর্মীদের জুলুমবাজি (১ম পাতার)

ঘটনাস্থলে পৌছলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। শ্মশান কমিটির সদস্যরা রঘুনাথগঞ্জ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানালেও এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, শ্মশান চত্বর বর্তমানে কিছু সমাজবিরোধী ও মাতাল গাঁজারিদের ডেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শবদাহর কাঠ সরবরাহকারক জনৈক অচিন্ত্য বিশ্বাস এর নায়ক। দূরের শ্মশানযাত্রীদের রাত্রি বাসের উদ্দেশ্যে এম.পি. কোটার টাকায় নির্মিত ঘরটিও বর্তমানে অচিন্ত্যর দখলে। সেখানে বিদ্যুৎ বিল না দেয়ায় সংযোগ কেটে দেয়া হয়। অচিন্ত্য হুক দিয়ে বিদ্যুৎ চালু রেখেছেন বলে অভিযোগ। তার ডেরায় নেশা করতে শহরের অনেকেই ভিড় জমায়। এছাড়া ঐ চত্বরে প্রাচীর ঘেরা বিদ্যুৎচুল্লীর প্রয়োজনে তৈরী ঘরটিতেও নিরিবিলিতে সব ধরনের কারবার চালু রেখেছে এলাকার কয়েকজন। সেখানে কিছু মেয়েও নিয়মিত যাচ্ছে বলে খবর। এই ধরনের অনাচার বন্ধে শ্মশান কমিটি তৎপর না হলে দেবস্থানের পবিত্রতা কি থাকবে – এ মন্তব্য কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মানুষের।

তৃণমূলের কর্মী সম্মাবেশে দল বদলের ঢেউ (১ম পাতার পর)

সেকন্দরার আতাউরের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ কংগ্রেস ও সিপিএম সমর্থক, মিঠিপুরের তাহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রায় ১৬০ জন, বড়শিমূল অঞ্চলের সৌকাত সেখের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রায় ৫০ জন, মোস্তাক হোসেনের নেতৃত্বে মহালদারপাড়ার প্রায় ১৫০ সিপিএম সমর্থক, লক্ষ্মীজোলার কবিরুলের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ কংগ্রেস কর্মী, আবার তেঘরী অঞ্চলের পীযূষ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সি.আই.টি.ইউ-এর প্রায় ৩০০ সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। সুব্রত সাহা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা নবগাতদের অনুষ্ঠানে বরণ করে নেন। সুব্রতবাবু জনতার উদ্দেশ্যে বলেন – সিপিএম প্রচারে মাষ্টার। তাদের অপপ্রচারে কান দেবেন না। বুদ্ধবাবু অন্তিমকালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আসছেন। অথচ ৩৪ বছরের বাম জমানায় মুর্শিদাবাদে কোন কলকারখানা গড়ে ওঠেনি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন। কেন মিঞাপুরের রেল ব্রিজের রাস্তাটুকু করতে ব্যর্থ বুদ্ধবাবু। আজ তৃণমূলের সঙ্গে জোট হলে জঙ্গিপুর পুরসভা তাদের হাতছাড়া হতো। জেলা এস.ইউ.সির সদস্য নাসিরুদ্দিন মির্জা বলেন – কংগ্রেস ও তৃণমূল জোটবদ্ধ হোক বা না হোক সিপিএম চলে যাবেই। এছাড়া বক্তব্য রাখেন – তৃণমূলের রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ এর সভাপতি তানজিলুর রহমান, চয়ন সিংহ রায় এবং সিপিএমের মিঠিপুর অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির দু'বারের জয়ী প্রার্থী জিল্লুর রহমান।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

জোনাল কমিটির সদস্য পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের বহুতালী গ্রামের সিপিএমের জোনাল কমিটির সদস্য বুধনচন্দ্র ঘোষ গত সপ্তাহে পরলোকগমন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের খোদারামপুর গ্রামের দিশা আদর্শ শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে গত ২১ নভেম্বর এক রক্তদান শিবির খোলা হয়। সেখানে ১০৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাঃ আশামুদ্দিন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এই শিবির চলে।

যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ নভেম্বর কালীপুজোর দিন সামসেরগঞ্জ থানার জাফরাবাদের তিয়োরপাড়ায় অজিত দাস (৩৭) বিপক্ষ দলের সমর্থকদের হাতে গুরুতর জখম হয়ে মারা যান। তার দুই বন্ধুকে বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর, গত পুর নির্বাচনে অজিত দাসের পরিবার কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে নামেন এবং সিপিএম প্রার্থীকে তাদের ওয়ার্ডে হারান। তারই বদলা হিসাবে অজিতকে খুন করা হয় বলে জানা যায়।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় 'অগ্নিসাক্ষী' লজের পেছনে ৩.১৮ শতক জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগ – ০৯৪৩১৯৪৪২০৭

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।